ডাঃ আর, এল, গুপ্ত প্রযোজিত
চিঠি
পরিচালনা
নব্যেন্দু চ্যাটার্জী
সঙ্গীত
শ্যামল মিত্র

মনীষা আর্ট ইন্টারন্যাশনালের
নিবেদন

# চিঠি

প্রযোজক : ডাঃ আর, এল, গুপ্তা

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত : শ্যামল মিত্র

| | |
|---|---|
| চিত্রগ্রহণ | : কে, এ, রাজা |
| শিল্পনির্দেশক | : প্রসাদ মিত্র |
| সম্পাদনা | : অমিয় মুখোপাধ্যায় |
| প্রধান কর্মসচিব | : পরেশ চক্রবর্তী |
| শব্দসংযোজন ও<br>পুনঃ শব্দ সংযোজন | : শ্যামসুন্দর ঘোষ |
| বহির্দৃশ্যের শব্দ সংযোজন | : প্রবীর মিত্র, অনিল তালুকদার |
| রূপসজ্জা | : অনাথ মুখোপাধ্যায় |
| স্থিরচিত্র | : মধু ধর, এডনা লরেঞ্জ |
| পরিচয়লিপি | : অন্নদা মুন্সী |
| নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে | : শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়<br>তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল মিত্র |
| গীতরচনা | : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার |

**: রূপায়ণে :**

সন্ধ্যা রায়, শমিত ভঞ্জ, অনুভা গুপ্তা, রবি ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অসীম চক্রবর্তী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী, শিউলী মুখোপাধ্যায়, লোলিতা চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু ও আরো অনেকে।

## গল্পাংশ

গ্রামের ইস্কুল মাষ্টার বিশ্বলোচন যখন তার একমাত্র বোন সুভদ্রার বিয়ের ব্যবস্থা সব পাকা করে এনেছে, তখন খবর পেল যে পাত্রের আর একটি স্ত্রী আছে।

সুভদ্রার বিয়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ওর বান্ধবী কাজলের মাসতুতো ভাই প্রসেনজিৎ ভাগ্যচক্রে ওখানে উপস্থিত ছিল এবং কাজলের অনুরোধে সুভদ্রাকে বিয়ে করতে রাজী হল। কিন্তু বিয়ের পরের দিনই প্রসেনজিৎকে অনেক দূরে চলে যেতে হল, কারণ সে যে জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করে,

তাদের জাহাজ সেদিন চলে যাবে। প্রসেনজিৎ সুভদ্রাকে নিয়মিত চিঠি দেয়, নিজের মা, বাবা আর বোনের ছবি নিয়ে একটা এ্যালবামও ওকে পাঠিয়েছে। সেই ছবি দেখে বিশ্বলোচন বুঝতে পারে, প্রসেনজিৎ-রা কত ধনী ও আধুনিক এবং সুভদ্রা সেখানে একেবারেই বেমানান হয়ে পড়বে। সুভদ্রাকে মডার্ণ করবার জন্যে বিশ্বলোচন ওকে কলকাতায় ব্যাচেলার ও আমুদে লোক ব্রজমামার কাছে এনে তুললো। সুভদ্রাকে তালিম দিয়ে মডার্ণ করে তুলবার দায়িত্ব নিলেন ব্রজমামারই প্রতিবেশী মিসেস দত্ত।

সুভদ্রার চোখ একটু একটু করে খুলতে থাকে। সুভদ্রা একদিন হঠাৎ দেখতে পেলো রাস্তার উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে তারই বয়সী একটি মেয়ে। মেয়েটির আদব কায়দা ও হুবহু নকল করতো। সুভদ্রা একদিন স্তম্ভিত হয়ে দেখলো মেয়েটি সাজগোজ করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে একটি লোককে নিজের ঘরে ডেকে নিল! সুভদ্রা কিন্তু এটাকেও মর্ডানিজমের অঙ্গ ভেবে নিজেও ঠিক একই ভাবে একটি লোককে রাস্তা থেকে ডেকে আনলো। সুভদ্রার লজ্জা ভয়কে উপেক্ষা করে লোকটা কিন্তু রয়েই গেল এবং কথায় কথায় জানতে পারলো সুভদ্রার বিয়ের ইতিহাস। শুভদৃষ্টির সময়ে বরকে ভালো করে দেখেনি বলে সুভদ্রা বুঝতেই পারলো না যে, ঐ যুবকই প্রসেনজিৎ। যুবকটি প্রায়ই সুভদ্রার কাছে যাতায়াত শুরু করল।

প্রসেনজিতের অবর্তমানেই বিশ্বলোচন একদিন সুভদ্রাকে শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অপমানিত হয়। প্রসেনজিৎও জানতে পারে, বাড়ীর কারো সুভদ্রাকে পছন্দ নয়, সবাই লিলি-র মতো মর্ডান মেয়ে চায়।

সুভদ্রার স্বামী অর্থাৎ সেই যুবকটি খবর পাঠিয়েছে যে সে আসছে বিদেশ থেকে অমুক তারিখে। সুভদ্রার তখন আশংকায় বুক কাঁপছে, কারণ সেই যুবকটিও যে সেই দিনই আসবে বলেছে! মিসেস দত্ত সব শুনে পুলিশে খবর দিলেন।

সেই যুবকটি যখন এল, তখন সুভদ্রা ছাড়া কেউ উপস্থিত ছিলনা; পুলিশ যুবকটিকে গ্রেপ্তার করতে গেলে যুবকটি পুলিশের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো সুভদ্রার দাদা ও মামা। যুবকটি তখন সুভদ্রার দাদার কাছে আসল পরিচয় দিলে সবাই হতবাক। এই যুবকটি যে প্রসেনজিৎ তা প্রমান হওয়ার পরেই, প্রসেনজিতের বাবা-ও তাঁর পুত্রবধূকে গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানিক মর্য্যাদা সহকারে।

# সঙ্গীতাংশ

( ১ )

শিল্পী : শ্যামল মিত্র

চাকরি করি জাহাজে
ছুটী পেলে কি হয় দশা
মনই জানে তাহা যে।
এবার যখন ছুটী পেলাম
কয়েকটা দিন কাটাতে কাজলেরই বাড়ীতে
গেলাম
সেখানে প্রজাপতি উড়ে এসে বসলো আমারই গায়
তোমার সঙ্গে হলো আমার বিয়ে।
আমার মা-মামনি-জানতে চেয়েছেন কেমন তুমি।
কতদুর পড়ছো। লেখাপড়া কী করছো।
বিয়েটা হলোই বা কি করে।

আমার যা লেখার লিখেছি বটে
ভগবানই জানেন ভাগ্যে বাকিটা কি ঘটে।
যেখান থেকে লিখছি চিঠি
তুরস্ক তার নাম।
এ জাহাজ এখানে দুদিন রয়ে
এরপর বন্দর বন্দর যাবে
মাস পাঁচ ছয় ঘুরতে হবে
তারপর ফিরবো দেশে।
তোমার শ্বশুর বাড়ী কেমনতর
শাশুড়ী ননদ কেমন হলো
জানাতে আমি তোমায় ওগো
পরের ডাকে পাঠালাম এলবাম্॥

**শিল্পী : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।**

তুমি আমার সবুজ সবুজ প্রাণ
পেলাম তোমার চিঠি
একেই বলে প্রেম
এইতো প্রাণের টান।
লিখেছো তুমি এখন কোলকাতায়
পড়ছো হায় সভ্যতারই যাঁতায়।
যেখানে মানুষ ভাবে
কী পেলাম কী পেলাম কী পেলাম।

আমার মায়ের ইচ্ছেটা বলি তবে শোন
তাঁর পুত্র বধু মনের মতো হবে
সে সাধে তার বাদ সাধিলাম
মালা দিয়ে তোমার গলায় বাদ সাধিলাম।
মায়ের আরো সাধ কি জানো
জ্বলবে ঘরে নিওন আলো
আর বাজাবে পুত্রবধু হারমোনিয়াম পিয়ানো।

( ৩ )

**শিল্পী : শ্যামল মিত্র।**

একি করে হয়। আশ্চর্য। বিস্ময়।
বিয়ের রাতে বলতে চাও যে দেখেনি তোমায়।
শুভদৃষ্টির সময়।
শুভদৃষ্টি। ঝাঁকে ঝাঁকে চোখে তার নেমেছিল বৃষ্টি
শুভদৃষ্টি। ঝাপসা ঝাপসা চোখে সে যে কি বৃষ্টি।
অনাসৃষ্টি।
দেখেছিল সে দেখা ক্ষণিকের দেখা যেন বিজুরীর রেখা
বৃষ্টি ঝাপসা দেখেছিল ক্ষণতরে।
তবে চিনলো না কেন। বড় আশ্চর্য যেন।
চেনার তো কথা নয়—একমুখ গোঁপদাড়ি
বিয়ের সময়

দেশে ফিরে গোঁফদাড়ি কেটে ফেলে
জামাই সাজবো আমি হলো যে খেয়াল
গোঁফদাড়ি কাটাটাই হলো যেন কাল
অঘটন ঘটল বলেছি তো সবিস্তারে।

গামাপাধানিগারে। হাঁ শুনেছি সবিস্তারে।
একটা প্রশ্ন তবু মন যে করছে
পরিচয় কেন তুমি রাখলে গোপন।
এখানেই নাটকের হলো যে শুরু
দেখা যাক কোনখানে হয় [illegible]
জমেছে তো বেশ, [illegible] তো [illegible]।



**শিল্পী : শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
**সলিল মিত্র**

মরণকালে হরিণাম হয়তো তার আছে দাম
আমি এখন কী গান গাই।
আমিতো গান জানিনা হায়।
হলো একি দায়।
মরবার সময় ছেলে এখন কীর্তন শুনতে চায়।
হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল।
বেশ ছিলাম সুখে হাসি মুখে ছিলাম ভালো
নাকানি চুবানি খেয়ে আর নাস্তানাবুদ হয়ে
মুখটা যে হলো কালো।
এখন কি করি উপায়
গানের "গ" জানিনা "ন" জানিনা
কী করি উপায়।
মরবার সময় ছেলে এখন কীর্তন শুনতে চায়
হরিবল, হরিবল, হরিবল, হরিবল।

## : সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : শ্যামল মুখোপাধ্যায়, শিব বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ প্রিয় গোস্বামী, আশিস রায় ॥ চিত্রগ্রহণ : শংকর চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দেশক : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ সম্পাদক : সুনীত সাহা। সঙ্গীত পরিচালক শৈলেশ রায় ॥ রূপসজ্জা : নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, বিল্লু রাণা ॥ প্রযোজনা : নিমাই দত্ত ॥ কর্মসচিব : বীরেণ মুখোপাধ্যায়, তিলক দাশগুপ্ত, নিতাই সরকার।

## : যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ :

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড

শ্রী এন, এম, ত্রিবেদী (জে, পি), ক্যাপ্টেন ভি, পি, শর্মা, শ্রীআলি, শ্রী এস, এন, বন্দোপাধ্যায়, শ্রীদীপক রায়, ক্যাপ্টেন এ, ডিসুজা, শ্রী জে, শেঠী, শ্রীকল্যাণ রায়, শ্রীনেলো মজুমদার, মণ্টু দে, ক্যাপ্টেন ঘোষ, শ্রীটম দে, কুগুলার (বীরভূম) অধিবাসীবৃন্দ।

* * * *

স্টুডিও : এন, টি (১নং)

ল্যাবরেটরী : ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী প্রা: লিমিটেড।

মনীষা আর্ট ইণ্টার ন্যাশনাল এর পক্ষ থেকে শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ন্যাশনল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।